দৈনিক ইত্তেফাক (পৃঃ ৫) তাং: ৩১/০৫/২০১৪

শেরপুর (বগুড়া): মহিপুর মাঠে নেরিকা জাতের ধানের মাঠ দিবসে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাসহ অন্যরা -ইত্তেফাক

শেরপুরে কৃষকদের মাঝে সাড়া ফেলেছে ‘নেরিকা’

আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া, শেরপুর (বগুড়া) সংবাদদাতা

বগুড়ার শেরপুরে নেরিকা মিউটেন্ট জাতের ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। কৃষকরা প্রতি বিঘায় ১৭ মণ (শুকনা) হারে ফলন পেয়েছে। এ ধানের বাম্পার ফলনে কৃষকদের মাঝে সাড়া পড়েছে। তারা আগামীতে এ ধান আবাদ করার জন্য আগ্রহী। সরকারের আউশ প্রণোদনা/২০১৪ এর আওতায় এ জাতের ধান আবাদ করেছিল কৃষকরা। রোপা আমন ও বোরো মৌসুমের মাঝামাঝি সময়ে পড়ে থাকা জমিতে এসব ধান আবাদ করে লাভবান হয়েছে এ উপজেলা কৃষকরা।

শেরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুর রহিম জানান, আউশ প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় শেরপুর উপজেলায় প্রায় ৫ হাজার ২শ' হেক্টর জমিতে বিভিন্ন জাতের আউশ ধানের চাষ করেছিলেন কৃষকরা। প্রত্যেক কৃষককে প্রতিবিঘা জমি আবাদ করার জন্য ১০ কেজি বীজ ধান, ২০ কেজি ইউরিয়া সার, ১০ কেজি ডিএপি ও ১০ কেজি এমওপি সার বিনামূল্যে দেয়া হয়। আউশ মৌসুমে ব্রি ধান ৪৮, বিআর ১৬,২৬,২৭, জিরা, পারিজাত ও নেরিকা মিউটেন্ট জাতের ধান আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে নেরিকা জাতের ধান কৃষকদের মাঝে সাড়া ফেলেছে। কারণ এ জাতের ধান অন্যান্য জাতের ধানের চেয়ে বেশি ফলন হয়েছে। সম্প্রতি শেরপুর উপজেলা গাড়িদহ ইউনিয়নের মহিপুর মাঠে কৃষক গোলাম রব্বানীর ধানের জমিতে নেরিকা জাতের ধান কাটা উপলক্ষে মাঠদিবস অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে শেরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুর রহিম, উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা মোঃ ইদ্রিস আলী, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা সুলতান মাহমুদ এবং সাংবাদিক আব্দুল মান্নান, কৃষক বাবলু মিয়া, গোলাম রব্বানী, মনসুর আলী উপস্থিত ছিলেন। ধান কাটা-মাড়াই শেষে প্রতি বিঘায় ১৭ মণেরও বেশি ফলন পাওয়া গেছে। কৃষক গোলাম রব্বানী জানান, নেরিকা জাতের ধান আবাদ করে তিনি লাভবান হয়েছেন। এ ধানের রোগবালাই খুবই কম। বর্ষা মৌসুমে আবাদ করা হয় বলে সেচের ঝামেলা নেই। তিনি জানান, আমার জমিতে নেরিকা ধানের ফলন দেখে অনেকে এ ধান চাষে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

শেরপুর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা শারমিন আক্তার জানান, এ ধানের জীবন কাল ৯৮ দিন। এ বছর অল্প জমিতে এ ধান লাগানো হয়েছিল। ভাল ফলন হওয়ায় কৃষকদের মাঝে এ জাতটি বেশ সাড়া ফেলেছে।